সমকাল

তারিখ 10 MAR 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ইউজিসির দুই কর্মকর্তা উধাও!

■ সাব্বির নেওয়াজ

দেশের বাইরে গিয়ে লাপাত্তা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ঊর্ধ্বতন দুই কর্মকর্তা। ইউজিসি তাদের খুঁজে পাচ্ছে না। নির্ধারিত ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও এ দুই কর্মকর্তা আর দেশে ফিরে আসেননি। এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে প্রতিষ্ঠানটিতে।

আলোচিত দুই কর্মকর্তা হলেন ইউজিসির যুগ্ম সচিব মো. মখলেছুর রহমান ও সহকারী পরিচালক আকরাম আলী খান।

জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী সমকালকে বলেন, বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা গুরুতর অপরাধ। ইউজিসি থেকে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

ইউজিসির দুই কর্মকর্তা উধাও!

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

তাদের কাজে যোগ দিতে চূড়ান্ত নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ইউজিসির প্রশাসন শাখা থেকে জানা গেছে, যুগ্ম সচিব মো. মখলেছুর রহমান শিক্ষা ছুটি নিয়ে কানাডা এবং আকরাম আলী খান একটি সেমিনারে যোগ দিতে ১৮ দিনের ছুটি নিয়ে আমেরিকা যান। বর্তমানে তারা দু'জনই বিনা অনুমতিতে নিজ কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। যদিও অদ্যাবধি ইউজিসি কর্তৃপক্ষ এ দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এ দুই কর্মকর্তার একাধিক সহকর্মী সমকালকে জানিয়েছেন, মখলেছুর রহমান তার পরিবার-পরিজন নিয়ে কানাডায় ইমিগ্র্যান্ট হয়েছেন। আর আকরাম আলী খান অবৈধভাবে আমেরিকায় অবস্থান করলেও তিনি সেখানে বৈধতা লাভের চেষ্টা করছেন।

শিক্ষা ছুটির নামে প্রতারণা : ইউজিসির নথি ঘেঁটে দেখা যায়, ইউজিসির আইসিসি (ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন অ্যান্ড কোলাবরেশন) শাখার যুগ্ম সচিব মো. মখলেছুর রহমান ২০১০ সালের ৩০ আগস্ট কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে 'মাস্টার্স অব এডুকেশন' ডিগ্রি গ্রহণের জন্য ইউজিসি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। ওই বছরের ৯ নভেম্বর ইউজিসি তাকে এক বছরের ছুটিসহ অনুমতি দিলে তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে দেশ ছাড়েন। তিনি সেখানে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয় পরিবর্তন করার আবেদন পাঠান ২০১১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। এতে তিনি জানান, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির টিউশন ফি খুবই ব্যয়বহুল। তাই তিনি স্থানীয় ডগলাস কলেজ থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ভর্তি হতে চান। ওই বছরের ২৭ জুন ইউজিসি কর্তৃপক্ষ তাকে অনুমতি দেয়। এভাবে আরও এক বছর এ কর্মকর্তা কানাডায় কাটিয়ে দেন।

২০১২ সালের ৮ মার্চ ইউজিসি চিঠি দিয়ে মখলেছুর রহমানকে দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়। তিনি দেশে ফিরে না এসে ২২ আগস্ট চিঠি দিয়ে ইউজিসির সচিবকে জানান, তার দেশে ফিরে আসার উপায় নেই। তার ছুটি বাড়ানো হোক। তিনি চিঠিতে স্বীকার করেন, তিনি কোনো একাডেমিক কোর্স সম্পন্ন করতে কানাডা যাননি। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালের ২১ অক্টোবর তাকে কাজে ফিরে আসার দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত নোটিশ দেওয়া হয়। এর পরও তিনি কর্মস্থলে ফিরে না এলে গত বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি মখলেছুর রহমানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযোগ গঠন ও তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করে ইউজিসি। এবার তিনি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন এবং গত জুলাইয়ে ইউজিসিতে এসে কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা চেয়ে কাজে যোগ দেন। তবে ইউজিসি তার অস্বাভাবিক ছুটি মঞ্জুর করলেও ছুটির বাইরে অতিরিক্ত কাটিয়ে আসা তিন মাসের বেতন দেয়নি। তিনি মাত্র চার মাস অফিস করে গত অক্টোবরে আবার চার মাসের ছুটি নিয়ে কানাডা যান। গত মাসে তার ছুটি শেষ হয়ে গেলেও তিনি দেশে ফিরে আসেননি।

আকরাম আলী খান : সহকারী পরিচালক আকরাম আলী খান একটি শিক্ষাবিষয়ক সেমিনারে অংশ নিতে ১৮ দিনের ছুটি নিয়ে গত বছরের ২১ অক্টোবর তার তৃতীয় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছাড়েন। গত ৭ নভেম্বর তার ছুটি শেষ হলেও তিনি দেশে ফেরেননি। পরে তিনি আমেরিকায় তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে জানিয়ে ছুটি বাড়ানোর আবেদন পাঠান। তবে তার পাঠানো চিকিৎসাবিষয়ক ব্যবস্থাপত্রাদি পরীক্ষা করে ইউজিসির মেডিকেল অফিসার ডা. শাবরীনা মুনাজিলিন ইউজিসি সচিবকে লিখিতভাবে জানান, আকরাম আলী খানের পাঠানো সংযুক্তিতে এমন কোনো মেডিকেল রিপোর্ট নেই, যা থেকে বোঝা যায় তার হার্টে কোনো ব্লক আছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী সমকালকে বলেন, আকরাম আলী খান বিদেশে গিয়ে অসুস্থতার কথা বলে বিশেষ মেডিকেল ভাতা দাবি করেছেন। আমরা তা প্রত্যাখ্যান করে তাকে ফিরে আসতে বলে দিয়েছি।' জানা গেছে, ইউজিসির কর্মকর্তাদের বিদেশে গিয়ে লাপাত্তা হওয়া এবারই প্রথম নয়। এর আগে ইউজিসির উপসচিব (প্রশাসন) লায়লা পারভীন ও সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আলী ছয় মাসের ছুটি নিয়ে আমেরিকা যান। ছুটি শেষে তারা তাদের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। একইভাবে সহকারী পরিচালক ফাতেমা রেহানা হোসেন দেশের বাইরে গিয়ে আর ফিরে আসেননি।